রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৫, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৮ই জানুয়ারি, ২০১১ইং

নং ০২(আঃমঃ)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১১—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬-এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল ঃ—

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ ১০ টাকা

[মূল ইংরেজি পাঠ হইতে অনূদিত বাংলা পাঠ]

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

১৯৭৬ সনের ৪০নং অধ্যাদেশ

[২২ জুন, ১৯৭৬]

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০ আগস্ট, ১৯৭৫ এবং ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ সনের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে ন্যস্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।**—(১) এই অধ্যাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "অগ্রিম" অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রদানযোগ্য ঋণ;

(খ) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি, ও নং ১২৭) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(গ) "বোর্ড" অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ;

(ঘ) "বণ্ড" অর্থ সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোন ধরনের বন্ড;

(ঙ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(চ) "কোম্পানী" অর্থ [কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর ধারা ২(ঘ)][১] এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানী এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বাংলাদেশে স্থাপিত বা নিগমিত বিধিবদ্ধ কোন সংস্থা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "কর্পোরেশন" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

(জ) "ডিবেঞ্চার" অর্থ ডিবেঞ্চারসমূহ ইস্যুর ক্ষেত্রে আপাততঃ প্রযোজ্য বিধি অনুসারে বাংলাদেশে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান ইস্যুকৃত ঋণপত্র এবং ডিবেঞ্চার স্টকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(ঝ) "ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট" অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত নগদ জমা হিসাব;

(ঞ) "পরিচালক" অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালক;

(ট) "বিনিয়োগ" অর্থ ইক্যুইটি বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ এবং অন্য কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ;

(ঠ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি;

(ড) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঢ) "প্রসপেক্টাস" অর্থ [কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে][২] প্রসপেক্টাস;

(ণ) "প্রবিধান" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ত) "বিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(থ) "তফসিলী ব্যাংক" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ১২৭) এ তফসিলী ব্যাংকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;

(দ) "সিকিউরিটিজ" অর্থে যে কোন নোট, স্টক, বণ্ড, ডিবেঞ্চার, ঋণ গ্রহণের সাক্ষ্যপত্র, হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার, বিনিয়োগ চুক্তি, সিকিউরিটির জন্য জমা ও সনদ, সুদ বা লভ্যাংশের অংশগ্রহণের সমঝোতার সনদ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ধ) "শেয়ার" অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত যে কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর নিবন্ধিত শেয়ার;

(ন) "শিল্প ব্যাংক" অর্থ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ১২৯) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;

(প) "শিল্প ঋণ সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ১২৮) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;

[(ফ) "অধীন কোম্পানী (Subsidiary)" অর্থ এই অধ্যাদেশ এর ধারা ২১ক(১) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত অধীন কোম্পানী;][১]

(ব) "অবলেখন (underwriting)" অর্থ শর্তযুক্ত বা শর্তহীন চুক্তির আওতায় কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ ধারণ, বিক্রয় এবং বিতরণের উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত স্টক, শেয়ার, বন্ডস, ডিবেঞ্চার অথবা অন্যান্য সিকিউরিটিজ ক্রয় করা বা সম্মতি দেওয়া।

২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ২ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

৩। **প্রতিষ্ঠা এবং নিগমিতকরণ।**—(১) সরকার এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ নামে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্পোরেশন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ নামে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, ইহার যে কোন সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(৩) কর্পোরেশন [ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন)][২] এ সংজ্ঞায়িত অর্থে একটি ব্যাংকিং কোম্পানী হিসাবে গণ্য হইবে।

৪। **শেয়ার মূলধন।**—(১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার মূলধন হইবে বিশ কোটি টাকা যাহা প্রতিটি একশত টাকা মূল্যের বিশ লক্ষ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সময়ে সময়ে অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে*।

(২) প্রথম পর্যায়ে কর্পোরেশনের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকা যাহা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হইতে হইবে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, সময় সময়, ইহা বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধন নিম্নবর্ণিত হারে সংগৃহীত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক সাতাশ শতাংশ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অনুপাতে বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা কর্তৃক চব্বিশ শতাংশ;

(গ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অনুপাতে বীমা কোম্পানী, জনসাধারণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ২৬) এর অধীনে গঠিত নূতন ব্যাংকসমূহ কর্তৃক উনপঞ্চাশ শতাংশ।

(৪) কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহ বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইবে।

৫। **কতিপয় আইনের অধীন শেয়ারসমূহ সিকিউরিটিজ হিসাবে গণ্য হওয়া।**—কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহ ট্রাস্ট এ্যাক্ট, ১৮৮২ (১৮৮২ সনের ২নং আইন) এর ধারা ২০ এর অধীন বিধৃত সিকিউরিটিজের অন্তর্ভুক্ত এবং ইন্স্যুরেন্স এ্যাক্ট, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ৪নং আইন) এবং [ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন)][১] এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুমোদিত সিকিউরিটিজ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **শেয়ারের নম্বর।**—কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি শেয়ারের একটি যথোপযুক্ত নম্বর থাকিবে এবং এই নম্বর দ্বারা শেয়ারগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যাইবে।

২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৩ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

* ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ইং তারিখে নং অম/অবি/ব্যাংকিং/নীতি শাখা-৫/আইসিবি-১৭/২০০৬/২৯৩ স্মারকে সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদিত মূলধন ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৪ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

৭। **শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন।**—কর্পোরেশন ইহার প্রধান কার্যালয়ে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

৮। **শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার যোগ্য হইবেন না, যদি তিন আপাততঃ বলবৎ চুক্তি সংক্রান্ত কোন আইনের অধীনে চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য হন।

(২) কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার পর যদি কোন সময় দেখা যায় যে, নিবন্ধনের সময় উক্ত ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার অযোগ্য ছিলেন, তাহা হইলে, তিনি কোন এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের আদেশের অধীন তাহার শেয়ারগুলি বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত, শেয়ারহোল্ডারের কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

৯। **ট্রাস্ট সম্পর্কিত নোটিশ।**—কর্পোরেশন শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে ব্যক্ত, অব্যক্ত বা গঠনমূলক কোন ট্রাস্টের নোটিশ লিপিবদ্ধ করিবে না বা এই ধরনের কোন নোটিশ গ্রহণে বাধ্য থাকিবে না।

১০। **কার্যালয়, শাখা, ইত্যাদি।**—(১) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) বোর্ড উপযুক্ত মনে করিলে কর্পোরেশন ইহার আঞ্চলিক ও অন্যান্য কার্যালয়, শাখা এবং এজেন্সী স্থাপন করিতে পারিবে।

১১। **পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান।**—(১) কর্পোরেশনের ব্যবসা ও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং সাধারণ তত্ত্বাবধান একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে এবং কর্পোরেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিবে।

(২) [বোর্ড সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ নীতিমালা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা সাপেক্ষে, শিল্প, বাণিজ্য, আমানতকারী, বিনিয়োগকারী ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইহার কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।][২]

(৩) ধারা ১২ এর অধীন প্রথম বোর্ড নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা কার্যাবলী ও বিষয় সম্পাদন করিবেন।

১২। **বোর্ড।**—(১) নিম্নবর্ণিত পরিচালকগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান;

(খ) সরকারি চাকুরীতে কর্মরত এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুইজন পরিচালক;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক;

(ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিল্প ব্যাংক, পদাধিকারবলে;

(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, পদাধিকার বলে;

(চ) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা ব্যতীত শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত চারজন পরিচালক;

২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৫ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(ছ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথমবার বোর্ড গঠনের সময়, সরকার উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর অধীনে নির্বাচনযোগ্য প্রয়োজনীয় পরিচালকগণের স্থলে চারজন পরিচালক নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীনে মনোনীত পরিচালক মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষের সন্তোষজনক মেয়াদে পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর অধীন নির্বাচিত একজন পরিচালক তিন বছর মেয়াদের জন্য পদে বহাল থাকিবেন এবং তাহার উত্তরসূরী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি পুনঃনির্বাচনেরও যোগ্য হইবেন।

(৪) একজন নির্বাচিত পরিচালক পদের আকস্মিক শূন্যতা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং উক্ত শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনধিক তিন মাসের জন্য হইলে, উক্ত শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালক বোর্ড কর্তৃক আরোপিত বা ন্যস্ত হইতে পারে এমন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

১৩। **পরিচালকগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবে না বা পরিচালক থাকিবেন না, যিনি—

(ক) যে কোন সময় এইরূপ কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন যাহা সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ; অথবা

(খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন; অথবা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(ঘ) বিচারে দেউলিয়া সাব্যস্ত হন বা যে কোন সময় হইয়াছেন বা দেনা পরিশোধে বিরত থাকেন বা পাওনাদারের সহিত কোন আপোষরফা করেন; অথবা

(ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতীত বা, চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতীত, বোর্ডের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(চ) কর্পোরেশনের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যে কোন আর্থিক বা অন্য কোন স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন যাহা পরিচালক হিসাবে তাহার কার্যাবলী সম্পাদনে অনুচিত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; অথবা

(ছ) কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারী থাকেন বা হন; অথবা

(জ) কর্পোরেশনের নির্বাচিত পরিচালকের ক্ষেত্রে, তাহার নামে বা যে প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিনিধিত্ব করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ন্যূনতম যে পরিমাণ শেয়ার তাহার নির্বাচনের যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত, উহার তুলনায় কম সংখ্যক শেয়ার ধারণ করেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি নিজের নামে বা যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে কর্পোরেশনের কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা অভিহিত মূল্যের দায়মুক্ত শেয়ার ধারণ না করেন, তাহা হইলে তিনি পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না বা পরিচালক হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

১৪। **বোর্ডের সভা**।—(১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইভাবেও সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) পাঁচজন পরিচালকের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) কোন পরিচালক এমন কোন বিষয়ে ভোট প্রদান করিবেন না যাহাতে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত আছে।

(৫) [যদি কোন কারণে চেয়ারম্যান বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত, উপস্থিত পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা মনোনীত একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।][১]

(৬) কেবল কোন পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটি অথবা পরিচালকগণের নিয়োগ বা যোগ্যতায় কোন ত্রুটির কারণে বোর্ডের বা পরিচালক হিসাবে কোন ব্যক্তির সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজ বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে না।

১৫। **নির্বাহী কমিটি**।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে বোর্ড ইহার কার্যাবলী সম্পাদনে সহযোগিতার নিমিত্ত অনধিক পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাহি কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানও মনোনীত করিবে।

(২) বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ নির্ধারিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক নির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী বোর্ড সভায় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

(৪) বোর্ডের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি বোর্ডের উপযুক্ততায় কোন বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৫) উপস্থিত দুই সদস্যের কোরাম ব্যতীত নির্বাহী কমিটির সভায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(৬) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে পর্যন্ত না এতদসংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত সভা আহ্বান করিবেন।

(৭) নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৬ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(৮) নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য এমন কোন বিষয়ে ভোট প্রদান বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন না, যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার স্বার্থ জড়িত থাকে এবং তিনি এই ধরনের স্বার্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৯) কেবল কোন পদের শূন্যতা বা নির্বাহী কমিটি গঠনে কোন ত্রুটি বা নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়োগ এবং যোগ্যতায় কোন ত্রুটির কারণে নির্বাহী কমিটির বা ইহার সদস্য হিসাবে কোন ব্যক্তির সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে না।

১৬। **কমিটি**।—বোর্ড ইহার কার্যাবলী দক্ষভাবে পরিচালনায় সহযোগিতার নিমিত্ত উপযুক্ত মনে করিলে অনুরূপ অন্যান্য কমিটি বা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৭। **সভায় উপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক**।—বোর্ডসভায় বা নির্বাহী কমিটির সভায় বা অন্যান্য কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য একজন পরিচালক নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাইবেন।

১৮। **বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তার ঘোষণা**।—কর্পোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক, কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, পরামর্শক, এজেন্ট, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এই অধ্যাদেশের তফসিলে প্রদত্ত ফরমে বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

[১][১৯। **পরিচালক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর দায়মুক্তি**।—(১) কর্পোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসংগতভাবে কর্পোরেশনের কোন ক্ষতিসাধন বা ব্যয় করিলে কর্পোরেশন তাহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে, যদি না উহা ইচ্ছাকৃতভাবে বা ত্রুটির কারণে সংঘটিত হয়।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্যান্য পরিচালক বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সরল বিশ্বাসে কৃত ঈপ্সিত কোন কার্যের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, অভিযুক্তকরণ বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।]

২০। **[প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা**।—কর্পোরেশন ২৫ (১) (ক) ধারার বিধান সাপেক্ষে, ইহার যে কোন কার্য সম্পাদন বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্থানীয় বা বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে।][২]

২১। **কর্পোরেশনের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা**।—কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা, লেনদেন এবং কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(১) প্রত্যক্ষভাবে বা কাহারও মাধ্যমে অথবা এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে স্টক, শেয়ার, বন্ড, ঋণপত্র এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ এর ইস্যু ব্যবস্থাপনা, অবলেখন এবং বিতরণ করা;

(২) যে কোন প্রকার বা বৈশিষ্ট্যের ট্রাস্ট বা ফান্ডের উন্নয়ন, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা অথবা যে কোন ট্রাস্ট বা ফান্ডের সার্টিফিকেট বা সিকিউরিটিজ অর্জন, ধারণ, বিক্রয় বা লেনদেন করা;

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৭ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৮ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) বিনিয়োগ জমা হিসাব এবং অন্যান্য মেয়াদী জমা হিসাব খোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(৪) ওভার দ্যা কাউন্টারে বিনিয়োগ জমা হিসাবধারীদের শেয়ারসমূহ ক্রয় ও বিক্রয় করা;

(৫) শেয়ার ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান এবং অনুরূপ অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা;

(৬) বিনিয়োগ এবং পুনঃবিনিয়োগ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োজিত হওয়া এবং সিকিউরিটিজ এর মালিকানা অর্জন এবং ধারণ করা;

(৭) নিজে বা এজেন্ট হিসাবে শেয়ার এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ এর যে কোন প্রকারের ব্যবসা লেনদেন করা;

(৮) অবলেখনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া বিক্রির জন্য বর্তমানে চালু নূতন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি করা;

(৯) বিনিয়োগের ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের জন্য সাধারণভাবে সহযোগিতা করা;

(১০) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিনিয়োগ তালিকা (investment portfolios) ব্যবস্থাপনা করা;

(১১) বিনিয়োগ সংক্রান্ত পেশাগত পরামর্শ প্রদান করা;

[(১১ক) বিনিয়োগের ভিত্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হইলে যে কোন ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরিচালনা করা;][১]

(১২) বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হওয়া এবং সদস্য হিসাবে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(১৩) কোন দলিলের ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করা এবং কোন ট্রাস্ট সম্পাদন বা পরিগ্রহকরণ এবং এক্সিকিউটর, এডমিনিস্ট্রেটর, রিসিভার, ট্রেজারার, কাসটডিয়ান বা সেক্রেটারীর পদের দায়িত্ব গ্রহণ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

(১৪) এইরূপ ট্রাস্টের জন্য উপযুক্ত কোন বা সকল সম্পদের প্রতিনিধিত্বকারী বা উহার ভিত্তিতে কোন স্টক, সিকিউরিটিজ, সার্টিফিকেট বা অন্য কোন ডকুমেন্ট ইস্যু করিবার উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট গঠন করা এবং এই ধরনের যে কোন ট্রাস্টের নিষ্পত্তি ও নিয়ন্ত্রণ এবং এই ধরণের স্টক, সিকিউরিটিজ, সার্টিফিকেট বা ডকুমেন্ট ইস্যু করা বা বিক্রয় করা;

(১৫) কর্পোরেশনের পক্ষে শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, দায় এবং সিকিউরিটিজ ধারণ করিবার জন্য ট্রাস্টি নিয়োগ করা;

(১৬) কোন কোম্পানীর বা কোন প্রতিষ্ঠানের গঠন, ব্যবস্থাপনা অথবা তদারকি বা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা কার্য সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করা;

[(১৬ক) এই অধ্যাদেশের অধীন ইহার যে কোন কার্য বা ব্যবসা পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য বোর্ড কর্তৃক যথোপযুক্ত বিবেচিত হইলে এই ধরনের অন্য কোন ব্যবসা পরিচালনা এবং লেনদেন করা;][২]

(১৭) ইহার সহিত সম্পর্কিত ব্যবসা বা ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) যে কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত স্বত্বাধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ স্থায়ী, সাময়িকভাবে বা ভাড়ায় বা ভাড়ায় ক্রয় বা কিস্তিতে বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এই ধরনের অন্য কোন শর্তাধীনে ক্রয় বা অন্যভাবে অর্জন, মালিকানা গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর এবং বিনিময় করা;

(খ) যে কোন ধরনের দায়-দায়িত্ব পরিপালন বা চুক্তি বাস্তবায়ন বা অর্থ পরিশোধের নিমিত্ত কোন অঙ্গীকার গ্রহণ এবং মুচলেকা প্রদান বা কোন বাণিজ্যিক গ্যারান্টি প্রদান;

১ ও ২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ৯ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

(গ) কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন অঙ্গীকারপত্র (promissory note) বা বিনিময় বিলের উপর কোন প্রকার পূর্বস্বত্ব (lien), মাশুল (charge), দায়বন্ধন (hypothecation) বা রেহেন (mortgage) গ্রহণ ও প্রদান করা;

(ঘ) কোন সম্মতিনামা এবং চুক্তিতে অবদ্ধ হওয়া এবং প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত এই ধরনের দলিলাদি সম্পাদন করা;

(ঙ) কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা অন্যান্য উদ্যোগের এবং সাধারণতঃ কোন সম্পদ, সম্পত্তি অধিকারের অবস্থা, সম্ভাব্য মূল্য (prospects value) ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ বা অন্যান্য ব্যক্তি নিয়োগ করা;

(১৮) অ্যাটর্নি এবং প্রতিনিধি নিয়োগ করা;

(১৯) ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কমিশন, ফি এবং দালালী গ্রহণ ও প্রদান;

(২০) যে কোন দাবীর সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যেকোনভাবে কর্পোরেশনের দখলে আসার সম্ভাব্য সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় এবং আদায় করা; এবং

(২১) উপরে বর্ণিত যে কোন ব্যবসা লেনদেন বা আইন আদালতের কার্যক্রম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বা আনুষঙ্গিক বা সম্পূরক বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন করা।

[২১ক। **অধীন কোম্পানী।**—(১) কর্পোরেশন উহার সকল বা অধিকাংশ শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ অধীন কোম্পানীসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে; উক্তরূপ অধীন কোম্পানীসমূহের প্রত্যেকের পৃথক ও নিজস্ব পরিচালনা বোর্ড থাকিবে এবং কর্পোরেশন উহাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পর্যালোচনা এবং কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের ধারা ২১ বা অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত তিনটি পৃথক অধীন কোম্পানীর যে কোন একটির দ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রতিটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হইবে, যথা—

(ক) ইস্যু, অবলেখন এবং সিকিউরিটিজের পত্রকোষ (portfolio) ব্যবস্থাপনাসহ মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা;

(খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

(গ) স্টক ব্রোকারেজ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) উপরিউল্লিখিত এই ধরনের কোন অধীন কোম্পানী যে পর্যন্ত না কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় এবং অধীন কোম্পানী কার্যকর হইয়াছে এই মর্মে সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, সে পর্যন্ত উহার ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারিবে না; এবং

(আ) এইরূপ প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর উপরিউল্লিখিত যে কোন ব্যবসা যাহা নূতন হিসাবে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত তাহা কর্পোরেশন গ্রহণ করিতে পারিবে না।][১]

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১০ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

২২। **কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, ইত্যাদি নিয়োগ।**—(১)[২] [উপধারা ২ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে][২], কর্পোরেশন ইহার কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নির্ধারিত শর্তাধীনে কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত এইরূপ কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক, এজেন্ট এবং কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার নির্ধারিত শর্তাধীনে কর্পোরেশনের একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করিতে পারিবে।][৩]

[(৩) কর্পোরেশন, কোন অধীন কোম্পানীর ব্যবসা দক্ষভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে উক্ত অধীন কোম্পানীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে কর্পোরেশন এবং অধীন কোম্পানীর যৌথ সম্মতিতে প্রণীত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত অধীন কোম্পানীতে উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।][১]

২৩। **বিশেষ ক্ষমতা।**—অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, অবলেখন এবং কোন ইস্যু প্লেসমেন্টের জন্য কর্পোরেশনের কমিশন, ব্রোকারেজ, ফি, অন্যান্য চার্জ আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

২৪। **শর্ত আরোপের ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোন ব্যক্তির সহিত কোন ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিলে ইহার স্বার্থ সংরক্ষণসহ অবলেখনকৃত যে কোন ইস্যুর বিপরীতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ বা প্লেসমেন্ট গ্রহণ অথবা কর্পোরেশন ও উক্ত ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক যে কোন প্রকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের আওতায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই ধরনের যে কোন আরোপিত শর্ত বৈধ এবং প্রয়োগযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৫। **ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা।**—(১) কর্পোরেশন ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে—

(ক) [বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং বিক্রয় করা—

(অ) বাংলাদেশের ভিতরে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত শর্তাদি এবং নির্দিষ্ট সুদের হারসহ; এবং

(আ) বাংলাদেশের বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত শর্তাদি এবং নির্দিষ্ট সুদের হারসহ;][২]

(খ) জামানতসহ বা জামানত ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য যে কোন ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ; এবং

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবে সরকারী উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ।

(২) বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যুকালীন সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত হারে আসল এবং সুদের পুনঃপরিশোধ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক উল্লিখিত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের গ্যারান্টি প্রদান।

২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ ও তফসিল বলে সন্নিবেশিত।

৩। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২ ও তফসিল বলে সন্নিবেশিত।

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১১ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১২ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

২৬। **নিরীক্ষা, ইত্যাদি।**—(১) কর্পোরেশন প্রতি অর্থ বৎসরে যথাযথভাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও স্থিতিপত্র প্রস্তুত করিবে।

(১ক) কর্পোরেশনের বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে অধীন কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে অধীন কোম্পানী সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।][৩]

(২) বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের পি.ও.নং২) অর্থে অন্যূন দুইজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, নিরীক্ষক হিসাবে কর্পোরেশনের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করিবে, যাহারা সরকার কর্তৃক অনধিক তিন বৎসর মেয়াদে নির্ধারিত পারিশ্রমিকে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে কর্পোরেশনের বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের একটি করিয়া কপি সরবরাহ করা হইবে এবং তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাব ও ভাউচার পরীক্ষা করিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল বহির তালিকা নিরীক্ষককে সরবরাহ করা হইবে এবং তাহার যুক্তিযুক্ত সময়ে কর্পোরেশনের বহি, হিসাব এবং অন্য কোন দলিলাদি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে এবং উক্তরূপ হিসাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্পোরেশনের যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ শেয়ারহোল্ডারগণকে স্থিতিপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব অবহিত করিবেন এবং তাহাদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে বর্ণনা থাকিবে যে, স্থিতিপত্র এবং হিসাবে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত এবং যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত, ইহাতে কর্পোরেশনের যাবতীয় বিষয়াদির সত্য এবং সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহারা কর্পোরেশনের বোর্ডের নিকট কোন ব্যাখ্যা অথবা তথ্য তলব করিয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কি না এবং উহা সন্তোষজনক কি না।

(৫) সরকার, যে কোন সময়ে নিরীক্ষকগণকে শেয়ারহোল্ডারদের ও ঋণদাতাদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পর্যাপ্ততা অথবা কর্পোরেশনের বিষয়াদি নিরীক্ষাকালীন পদ্ধতির পর্যাপ্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যে কোন সময়ে নিরীক্ষার পরিধি বিস্তার বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা উহার মতে জনস্বার্থে যদি নিরিক্ষাকার্যে ভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ বা অন্য কোন রূপ পরীক্ষা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উক্ত পদ্ধতি গ্রহণের বা উক্তরূপ পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কর্পোরেশন উহার বার্ষিক সাধারণ সভার অন্ততঃ পনের দিন পূর্বে উক্ত অর্থ-বৎসরের নিরীক্ষিত লাভ-ক্ষতির হিসাবসহ একটি স্থিতিপত্র এবং উক্ত অর্থ বৎসরে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতিটি শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট সরবরাহ করিবে।

(৭) সরকার উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত দুই জন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবের অতিরিক্ত বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করাইতে পারিবে।

২৭। **বার্ষিক সাধারণ সভা।** (১) কর্পোরেশনের শেয়ার হোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দিন, তারিখ এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে তাহা কোনোক্রমেই হিসাব বন্ধের ছয় মাস সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হইবে না।

৩। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১৩ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(২) কর্পোরেশন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার জন্য ধারা ২৬ উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাহাদেরকে সরবরাহকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে।

(৩) বোর্ডের মতে শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার যোগ্য এমন যে কোন বিষয় বিবেচনার নিমিত্ত বোর্ড সময় এবং স্থান নির্ধারণপূর্বক শেয়ারহোল্ডারগণের কোন বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের যোগদানের অধিকার থাকিবে, কিন্তু কোন শেয়ারহোল্ডারের ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না, যদি না তিনি—

(ক) উক্ত সভার তারিখ হইতে কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হন; এবং

(খ) কর্পোরেশনের শেয়ার বাবদ বর্তমানে প্রাপ্য সকল দাবী এবং অন্যান্য অর্থ পরিশোধ করেন।

(৫) ভোট প্রাদানের অধিকারী প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কোন নির্বাচনে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের প্রতি পাঁচটি শেয়ারের জন্য একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উহা প্রদান করিতে পারিবেন।

২৮। **রিটার্ন।**—(১) কর্পোরেশন সময়ে সময়ে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী রিটার্ন, প্রতিবেদন এবং বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে ।

(২) কর্পোরেশন প্রতি অর্থবৎসর শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব ধারা ২৬ এর অধীনে নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ উক্ত বৎসরে কর্পোরেশনের কার্যক্রমের একটি প্রতিকবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নিরীক্ষিত হিসাব এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

২৯। **মুনাফা বন্টন।**—(১) কর্পোরেশন একটি সংরক্ষিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহাতে বার্ষিক নীট মুনাফা হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ জমা থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বর্ণিত অংশ বাদ দেওয়ার পর এবং পরিসম্পদের অবচয় এবং বিনিয়োগ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সুবিধাদি অথবা তাহাদের স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের খরচ মিটাইবার পর কর্পোরেশন বার্ষিক নীট মুনাফার উদ্বৃতাংশ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে লভ্যাংশ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৩০। **সম্মত সময়ের পূর্বে পাওনা আদায়ের ক্ষমতা।**—(১) কোন চুক্তির বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অগ্রিম অথবা কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা তারিখসমূহে প্রদেয় কোন পাওনার ক্ষেত্রে উক্ত প্রদত্ত অগ্রিম পরিশোধ অথবা উক্ত সমুদয় অর্থ প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবে, যদি—

(ক) আর্থিক দায় সৃষ্টি করিয়াছে এমন অগ্রিমের জন্য আবেদনে মিথ্যা তথ্য অথবা বিভ্রান্তি-মূলক বস্তুগত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয়; বা

(খ) কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের সংগে সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হয়; বা

(গ) কোন ব্যক্তি তাহার ঋণ এবং দায় পরিশোধ করিতে অক্ষম অথবা দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, এই মর্মে যুক্তিসংগত কোন আশংকা থাকে; বা

(ঘ) প্রদত্ত অগ্রিম, আর্থিক দায়ের বিপরীতে জামানত হিসাবে যে সম্পত্তি বন্ধক (Pledged), রেহেন (mortgage), দায়বদ্ধ (hypothecated) বা স্বত্ব হস্তান্তর (assigned) করা হইয়াছে উহা যথাযথ না হয় অথবা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী বীমাকৃত অথবা ব্যক্তি কর্তৃক বীমাকৃত না হইয়া থাকে বা কর্পোরেশনের মতে মূল্যের অবচয় হইয়াছে এবং কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি মোতাবেক অতিরিক্ত অন্যান্য জামানত প্রদান না করা হয়।

(২) এইরূপ নোটিশ জারির পর উক্ত সমুদয় অগ্রিম অথবা উপর্যুক্ত বিলম্বিত আর্থিক দায় অবিলম্বে প্রদেয় এবং আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের বিধি-বিধান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বর্ণিত শর্ত সত্ত্বেও কোন কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের ধারক হিসাবে কর্পোরেশন ইহার নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা অধিগ্রহণ করিতে পারিবে, যদি বোর্ডের মতে কোম্পানীর বিষয়াদি সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত না হয় এবং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৩১। **কর্পোরেশনের পাওনা আদায়।**—কর্পোরেশনের অনাদায়ী পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের স্বার্থের কোন ক্ষতি না করিয়া কর্পোরেশনের সকল প্রকার অনাদায়ী পাওনা অন্য যে কোন উপায়ে বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন পরিমাণ অনাদায়ী পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক দেনাদারকে পনের দিনের নোটিশ প্রদান না করিয়া অনুরূপ অনাদায়ী পাওনা আদায় করা যাইবে না।

৩২। **ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) কর্পোরশেনের কার্যক্রম দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং ইহার ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর করিবার জন্য বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে এই অধ্যাদেশের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারণযোগ্য শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যদি থাকে, উহার এইরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যদি থাকে, প্রয়োজনে তাহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৩। **অপরাধ।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি, কর্পোরেশনের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন প্রসপেক্টাস বা বিজ্ঞাপনে কর্পোরেশনের নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, অথবা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী হইয়াও তাহার গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, অথবা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে এতদুদ্দেশে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ কোন আদালত আমলে নিবেন না।

৩৪। **কর্পোরেশনের অবসায়ন।**—কোম্পানী এবং ব্যাংকের অবসায়ন সংশ্লিষ্ট আইনের কোন বিধান কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ বা অনুরূপ কোন পদ্ধতি বা নির্দেশ ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের অবসায়ন ঘটিবে না।

৩৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৬। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) বোর্ড, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে—

(ক) পরিচালন বোর্ড, নির্বাহী কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সভা আহ্বান, উক্ত সভায় উপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত;

(খ) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা কোন পরিচালক বা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কোন কর্মচারীর নিকট বোর্ডের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী অর্পণ;

(গ) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত শর্তাবলী;

(ঘ) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নিরাপত্তা জামানতের পর্যাপ্ততা নিরূপণের পদ্ধতি;

(ঙ) কর্পোরেশনের ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি এবং শর্ত নির্ধারণ;

(চ) এই অধ্যাদেশের অধীনে রিটার্ন এবং বিবরণীর ফরম তৈরী;

(ছ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মচারীর কাজের দায়িত্ব ও আচরণ;

(জ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতন, পদোন্নতি এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী;

(ঝ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পোষ্যদের কল্যাণের জন্য পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য ফান্ড প্রবর্তন এবং পরিচালনা;

(ঞ) কর্পোরেশনের সীলমোহর এবং ইহার ব্যবহারের পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা সংক্রান্ত বিধান;

(ট) যে কোন ব্যবসায় কোন পরিচালক বা কোন কমিটির কোন সদস্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বার্থ প্রকাশ;

(ঠ) কর্পোরেশনের সহিত যে কোন শিল্প বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য ইহার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ;

(ড) কোন নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে যে কোন সন্দেহ ও বিতর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসহ এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা;

(ঢ) কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহের প্রথম বরাদ্দ দেওয়ার পদ্ধতি ও শর্ত;

(ণ) শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন-বহি রক্ষণাবেক্ষণ, শেয়ার ধারণ এবং হস্তান্তর করিবার পদ্ধতি ও শর্ত, স্থগিতকরণ, শেয়ার হস্তান্তর স্থগিতকরণের পদ্ধতি এবং শেয়ারহোল্ডাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত সকল বিষয়;

(ত) সাধারণ সভা আহ্বানের এবং উক্ত সভায় অনুসরণীয় পদ্ধতি; এবং

(থ) সাধারণভাবে, [কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, অধীন কোম্পানীর][১] কার্যাবলী দক্ষভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন বিষয়।

(৩) যদি প্রবিধানমালার কোন বিধানের সহিত বিধিমালার কোন বিধান অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

৩৭। **কর ও শুল্ক হইতে অব্যাহতি**।—[ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সজ্ঞায়িত কোন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইহার আয়, মুনাফা এবং অর্জনের উপর যে কর সুবিধা, রেয়াত এবং অব্যাহতিসমূহ ভোগ করিয়া থাকে কর্পোরেশনও অনুরূপ সুবিধাদি ভোগ করিবে।][২]

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১৪ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধনী) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৪ নং আইন) এর ১৫ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

তফসিল

বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা

আমি----------এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর যে কোন দপ্তরের সহিত সম্পৃক্ত পদমর্যাদায় একজন পরিচালক, কোন কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক, উপদেষ্টা, প্রতিনিধি বা, ক্ষেত্রমত, নিরীক্ষক হিসাবে যে কোন কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত এবং আমার বিচার বিবেচনা, দক্ষতা এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম প্রয়োগ করিয়া আমার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদন ও পালন করিব।

আমি আরো ঘোষণা করিতেছি যে, কর্পোরেশনের কার্যাদি সম্পর্কিত কোন তথ্য এমন কোন ব্যক্তিকে জানাইব না বা জানিতে দিব না, যাহার উক্ত তথ্য জানিবার কোন আইনগত অধিকার নাই এবং ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কাজের সহিত সম্পর্কিত বা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা দখলীয় কোন বহি বা দলিলপত্র পরিদর্শন বা দেখিবার সুযোগ প্রদান করিব না।

স্বাক্ষর ----------

আমার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষর ----------

পদবী ----------

তারিখ ----------

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd